**সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ স্নাতক ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, বুধবার, ০৭ ফাল্গুন ১৪২০, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

তিন বাহিনী প্রধানগণ,

কমাড্যান্ট, ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ

কূটনীতিকবৃন্দ,

কোর্স সমাপনকারী অফিসার, তাঁদের সহধর্মিনীবৃন্দ,

এবং সমবেত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম ।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদানের অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান থেকে স্টাফ কলেজ সম্পন্ন করা সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। সাফল্যের সঙ্গে কোর্স সম্পন্ন করে আজ যারা গ্রাজুয়েট হলেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ,

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত এ মাসে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি, অকুতোভয় ভাষা শহীদদের। তাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁদের মহান আত্মত্যাগ দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বদা আমাদের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। আমি স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ স্টাফ কলেজের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি রয়েছে। এ জন্য সকলে আমরা গর্ব অনুভব করি। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর সশস্ত্র বাহিনীর উর্ধ্বতন অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, এমআইএসটি, আর্মস ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদি আমরাই প্রতিষ্ঠা করেছি।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েট অফিসারবৃন্দ,

আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে আপনাদের জীবনে অত্যন্ত আনন্দের। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আপনারা সমর বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেছেন। আমার বিশ্বাস, এ প্রশিক্ষণ আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন এবং যে কোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরও আত্মপ্রত্যয়ী করবে। আমি আপনাদের পেশাগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

সুধিমন্ডলী,

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রতীক। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সুমহান দায়িত্ব আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত। এ পবিত্র দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায়ও প্রশংসনীয় অবদান রাখছেন। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে আসছে। বিগত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁদের সাফল্যে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন নতুন পরিবর্তনের ফলে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্বে এসেছে বহুমাত্রিকতা। সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও পরিবর্তিত সময়ের এই চাহিদার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্বারোপ হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের সকল দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশ্ব শান্তি রক্ষা এবং সকল প্রকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর, সে আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আমাদের সম্পদ সীমিত। আর সে সীমিত সম্পদ দিয়েই আমরা একটি যুগোপযোগী, দক্ষ ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

জাতির পিতা প্রবর্তিত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে ১৯৯৬ সালে আমি প্রথমবার দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে অনেকগুলো ইউনিট গঠন করি। আমাদের গত মেয়াদে ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে বহু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এবারও সরকার গঠন করার পর আমরা এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছি। সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য যা যা করা দরকার আমরা সবই করব, ইনশাআল্লাহ।

আমাদের সরকার সর্বদাই জনগণের সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে চায়, কখনই শাসক হিসেবে নয়। আমরা অনিয়ম দুর্নীতির প্রশ্নে কাউকেই ছাড় দেইনি। সর্বাত্মক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। ডিজিটাল প্রযুক্তি সর্বব্যাপী করে জীবনযাত্রা সহজ ও স্বচ্ছ করেছি। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস নির্মূল করেছি। দেশ সেবায় আমরা আপনাদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা পেয়েছি।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং এ বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রগতিও লাভ করেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে আজ তা ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ১৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বমন্দা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬ শতাংশের উপরে।

বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্বেও চলতি অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে রপ্তানি আয় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনশাআল্লাহ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উচু করে দাঁড়াবে।

বন্ধুপ্রতীম দেশের গ্রাজুয়েট অফিসারবৃন্দ,

আপনাদের দেশের সঙ্গে আমাদের রয়েছে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সে সম্পর্ক ক্রমেই গাঢ় হবে এই আমাদের প্রত্যাশা। এখানে অধ্যয়নকালে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের সম্মানিত এ্যামবাসাডার হিসেবে এ দেশের জনগণের শুভেচ্ছা এবং এর নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও অতিথিপরায়ণ জনগণের কথা আপনাদের জনগণের কাছে পৌঁছে দিবেন।

আমি ডিগ্রিপ্রাপ্ত অফিসারদের সহধর্মিনীদেরকেও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অফিসারদের সাফল্যের পিছনে আপনাদের যে ত্যাগ, সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে তার জন্য আপনারাও এই সাফল্য ও কৃতিত্বের অংশীদার। নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নে আমাদের সরকারের অবদানের কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত।

পরিশেষে আপনাদের সবাইকে পুনরায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সাথে আমি আপনাদের কর্মময় জীবনের সাফল্য কামনা করি। মহান আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ায় সহায় হোন।

আপনাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।